দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 9 FEB 2003
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির অর্ধেকের বেশি নেতাই অনিয়মিত ছাত্র

মোশতাক আহমেদ ॥ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ১০১ সদস্যবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটির অর্ধেকেরই বেশি নেতা অনিয়মিত ছাত্র। কমিটিতে ১০ জনের মতো বিবাহিত নেতা রয়েছেন। এ ছাড়া খুনের মামলার আসামীও কমিটিতে স্থান পেয়েছে। কমিটি থেকে বাদ পড়েছে বেশ কয়েকজন ত্যাগী ও যোগ্য নেতা। যদিও কমিটি গঠনের আগে বার বার বলা হয়েছিল নিয়মিত, অবিবাহিত ও যোগ্য নেতারাই ছাত্রদলের কমিটিতে স্থান পাবে। এ নিয়ে ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। গত বৃহস্পতিবার রাতে পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে।

খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে কেন্দ্রীয় কমিটির ১৩ সহসভাপতির মধ্যে দুই একজন ছাড়া সবাই অনিয়মিত ছাত্র। এর মধ্যে বিবাহিতও রয়েছেন কয়েকজন। যুগ্ম সম্পাদক ও সহসাধারণ সম্পাদক সাত জনের মধ্যে প্রায় সবাই অনিয়মিত ছাত্র। এতে সন্তানের জনকও রয়েছেন। ছয়জন সহসাংগঠনিকের মধ্যে সবাই অনিয়মিত ছাত্র। এর মধ্যে দুই-একজনের নামে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। ১৩ জন সম্পাদকের মধ্যে দুই-একজন ছাড়া সবাই অনিয়মিত ছাত্র। এর মধ্যে বিবাহিতও রয়েছেন। একই অবস্থা ১৩ জন সহসম্পাদকের। সবচেয়ে বেশি অনিয়মিত ছাত্র রয়েছে ৪৭ জন কার্যকরী সদস্যের মধ্যে। এতে এমনও সদস্য রয়েছেন যিনি খুনের মামলার আসামী। তাও আবার বিএনপিরই এক নেতা হত্যার আসামী।

কমিটিতে একেবারেই বাদ পড়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার গত কমিটির সভাপতি মনির হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান মামুন। এই দুই নেতার বাদ পড়ার ব্যাপারটি অনেকেই সহজভাবে মেনে নিতে পারছেন না। এ ব্যাপারে কমিটির সাধারণ সম্পাদক আজিজুল বারী হেলাল বলেন, কমিটিতে বিবাহিতরা আসতে পারবে না তা আমরা কখনও বলিনি। তিনি বলেন, কোন ত্যাগী নেতা যদি সামাজিক কারণে বিয়ে করে থাকেন, তবে ব্যাপারটি অবশ্যই বিবেচনার দাবি রাখে। পূর্ণাঙ্গ কমিটির নির্বাচিত নেতাদের মধ্যে সহসভাপতি ১৩ জন হলেন : সুলতান সালাহউদ্দীন টুকু (সিনিয়র সহসভাপতি) ফরহাদ হোসেন আজাদ,

খুনের মামলার আসামীও কমিটিতে

আব্দুল কাদের জুয়েল, সামসুজ্জামান মেহেদী, জয়ন্ত কুমার কুণ্ডু, নূরুল ইসলাম নয়ন, শহীদুল ইসলাম বাবুল, ফরহাদ ইকবাল, মোশাররফ হোসেন দীপ্তি, আসাদুজ্জামান মুরাদ, আনোয়ার হোসেন উজ্জ্বল, মনোয়ার হোসেন জিপু, এমরান আহমেদ, যুগ্ম সম্পাদক দু'জন হলেন সেলিমুজ্জামান সেলিম, মোস্তফা খান সফরী, সহসাধারণ সম্পাদকরা হলেন আসাদুজ্জামান আসাদ, আজহারুল হক মুকুল, এসএম জিলানী, একরামুল বিপ্লব রুহুল আমীন বাবলু, সহসাংগঠনিকরা হলেন জুলফিকার হোসেন জুয়েল, রুহুল আমীন খান আকাশ, আবিদুর রহমান কুয়াশা, শহীদুন্নবী সালাম, আব্দুল কাদের সেলিম, এটিএম হেলাল; সম্পাদকদের মধ্যে প্রচার সম্পাদক সাইফুল ইসলাম ফিরোজ, দফতর ওমর ফারুক সাফিন, সাহিত্য ও প্রকাশনা আতীকুর রহমান, সংস্কৃতি, আহসান উদ্দিন খান শিপন, আন্তর্জাতিক সাইদ ইকবাল মাহমুদ টিটো, ক্রীড়া আমীরুজ্জামান শিমুল, তথ্য ও গবেষণা শেখ আঃ হালিম খোকন, ছাত্রীবিষয়ক সম্পাদিকা ফরিদা জাফরিন, অর্থ আবু বকর, আইন আবদুল মতিন, পাঠাগার আসাদুজ্জামান পলাশ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি আবদুল্লাহ আল মামুন।

১৩ জন সহসম্পাদক হলেন সহপ্রচার সাইফুল ইসলাম, সহদফতর ওয়াহিদ বিন ইমতিয়াজ বকুল, সহসাহিত্য মোঃ কামরুল ইসলাম, সহসমাজসেবা মিয়া নূরুউদ্দীন, সহসংস্কৃতি মফিদুল আলম খান, সহ-আন্তর্জাতিক মশিউর রহমান মিঠু, সহ-ক্রীড়া আনোয়ারুল হক রয়েল সহ-তথ্য ও গবেষণা লুৎফর রহমান সহছাত্রী বিষয়ক শামীমা শিল্পী, সহ-অর্থ জাহিদ ইকবাল, সহআইন সাইফুল ইসলাম শান্ত, সহ-পাঠাগার জাভেদ হাসান, সহ-বিজ্ঞান হাসিব। এ ছাড়া সদস্য রয়েছেন ৪৭ জন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক হলেন মোঃ দুলাল হোসেন।

প্রসঙ্গত গত ১ জানুয়ারি সাহাবুদ্দীন লাল্টুকে সভাপতি এবং আজিজুল বারী হেলালকে সাধারণ সম্পাদক করে নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়েছিল। অবশেষে ৩৬ দিন পর বৃহস্পতিবার পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হলো।